এইচ-১বি ভিসা প্রস্তাব বাতিল, মার্কিন সিদ্ধান্ত বদলে স্বস্তি ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীদের

গত একবছর যাবৎ উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছিলেন মার্কিন মুলুকে থাকা লাখ লাখ ভারতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি কর্মীরা। কারণ আমেরিকায় কাজের জন্য যে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় তা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। এটা কার্যকর হলে মার্কিন মুলুক থেকে দেশে ফিরে আসতে হত প্রায় ৭৫ লক্ষ ভারতীয়কে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ নিয়ে নানা টানাপোড়েনের পর জানিয়ে দিয়েছে এইচ-ওয়ানবি ভিসা সংক্রান্ত প্রস্তাব আর বিবেচনা করছে না। উল্লেখ্য, মার্কিন মুলুকের এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ওখানে বসবাসকারী যেসব ভারতীয় গ্রিন কার্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, ছয় বছরের সময়সীমার পর তারা ভারতে ফিরতে বাধ্য হত। তেমন হলে দেশ এক বড় সংকটের সম্মুখীন হতেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তা হয়নি। এই কৃতিত্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তিনি ভারতের এই সমস্যা তুলে ধরেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সফর এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিদেশনীতির প্রশ্নে যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোণঠাসা হচ্ছে ভারত, তখন আমেরিকার এইচ১বি ভিসা সংক্রান্ত এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে শক্তি জোগাল সাউথ ব্লককে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয় যে, এক বছর ধরে ধারাবাহিক দৌত্যের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, বিদেশ সচিব জয়শঙ্কর যখনই কোনও মঞ্চে সুযোগ পেয়েছেন, তখনই আমেরিকার কর্মরত ভারতীয় পেশাদারদের আতঙ্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এতে ট্রাম্প প্রশাসন বিষয়টি বুঝেছে। এটা ভারতের বিদেশ নীতির জয়।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বল্‌ছে জল, ঈশ্বর। খৃষ্টানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে,—বলছে ওয়াটার, গড্ যীশু। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বল্‌ছে, পানি, আল্লা।"

মিশ্র—মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

(ভক্তদের প্রতি)--"ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর। "আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম--একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেঝের উপর আর একজন বসে আছে—তিনি তত (উন্নত) নন।" "এই দেশে চারজন দ্বারবান্ আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল; —এখানে ইনি;—আর পূর্বদেশে আর একজন আছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ--তুমি কিছু দেখতে-টেকতে পাও?

মিশ্র—আজ্ঞে, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন হ'ত। তারপর যীশুকে দর্শণ করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেন্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়া কৌপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন--"বাহ্যে হলো না--এঁকে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর **সমাধিস্থ** হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে শেক্ হ্যাণ্ড (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল! তিনি আর যীশু কি এক?

মিশ্র (করজোড়ে)—আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর;—সব আপনাকে দিয়েছি!

ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।

ঠাকুর উপবেশন করিলেন।

দিনপঞ্জিকা

২৬ পৌষ, ভাঃ ২১ পৌষ, **১১ জানুয়ারী**, ২৬ পুহ, সংবৎ ১০ মাঘ বদি, ২৩ রবিঃ সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৬। **বৃহস্পতিবার,** দশমী রাত্রি ঘ ১০।৪ মিঃ। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ঘ ৮।৩৫ মিঃ। ধৃতিযোগ দিবা ঘ ৮।৫৪ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ৯।৩৯ গতে বৃষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৪ গতে ববকরণ, **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ঘ ৮।৩৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, **মৃতে**— দোষ নাই। দিবা ঘ ৮।৩৫ গতে দ্বিপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ২।২৫ গতে ৫।৬ মধ্যে **কালরাত্রি** ঘ ১১।৪৫ গতে ১।২৫ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**- দিবা ঘ ৮।৩৫: মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ঘ ৯।৩৯ মধ্যে পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ঘ ৮।৩৫ গতে ৯।৩৯ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়, রাত্রি ঘ ৮।৫২ গতে গর্ভাদান। **বিবিধ**— দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তিরোধান দিবস।** **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৫ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**-- দিবা ঘ ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ পৌষ, ভাঃ ২১ পৌষ, **১১ জানুয়ারী**, ২৬ পুহ, ২৩ রবিঃ সানি, উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। বৃহস্পতিবার, দশমী রাঃ ঘঃ ১০।৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন

অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব
পর্ব ১

ভারত একশো পঁচিশ কোটি জনসংখ্যার এক বিশাল দেশ। যার অধিকাংশ মানুষেরই বাস গ্রামাঞ্চলে। সরকার তাই বিভিন্ন রকমারি বিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা ও ক্রেতার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে উপভোক্তাদের শিক্ষিত করে তুলতে গোটা দেশজুড়ে মাল্টিমিডিয়া সচেতনতা প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। "জাগো গ্রাহক জাগো" আজ তাই প্রতি ঘরে সুপরিচিত। আরও সম্প্রতি, গণহারে উপভোক্তার শামিল এমন বিষয়ে সরকারি বিভাগ বা সংস্থাগুলি যৌথভাবে প্রচারাভিযান চালু করার পথে হাঁটছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, খাদ্যের ক্ষেত্রে Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) -র সঙ্গে! আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে তথা ওষুধের ক্ষেত্রে National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) -র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেও রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, হোর্ডিং, ব্যানারের মতো নানা বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনী প্রচার চালান হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর, DAVP বা Directorate of Advertising and Visual Publicity সচেতনতা প্রচারাভিযান চালায়, দেশের গ্রামাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। মেলা ও উৎসবে গ্রামাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা বড়ো সংখ্যায় জমায়েত হন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে অনুষ্ঠিত মেল ও উৎসবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা সকলেই উপভোক্তা। উপভোক্তারা আজকাল খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রভাব ও ফ্যাক্টরের দৌলতে উপভোক্তারা তাদের জীবনশৈলী ও ভোগের প্রকৃতির নিরিখে বড়োসড়ো বদলের মুখোমুখি হয়ে আসছেন। জনসংখ্যার সচলতা বৃদ্ধি, নিত্যনতুন রকমারি পণ্য ও পরিষেবার বাজারে প্রবেশ, কেনাকাটার নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও তথ্য, availability modify এবং alter loyalties এরকমই কিছু ফ্যাক্টর। কিন্তু, বাজারে এত বিপুল সংখ্যক পণ্য ও পরিষেবা উপচে পড়েছে, আর তার ধরনধারণ এত রকমারি যে অনেক সময়ই উপভোক্তারা ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পণ্য বা পরিষেবাটি বেছেবুছে নিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন। তার উপর বাণিজ্যিক বিকাশের সূত্রে নতুন নতুন কৃত্রিম চাহিদার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্র ও বিজ্ঞাপনী ক্ষেত্র মোহজাল বিস্তার করে উপভোক্তাদের দরজায় যেসব বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, তা থেকে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের ছাঁকনি দিয়ে সঠিকটিকে ছেঁকে নিতে পারছেন না সব উপভোক্তারা। আপাত প্রয়োজন ও প্রকৃত প্রয়োজনের মধ্যে ফারাকটা বুঝতে উপভোক্তাকে নিজের মধ্যে সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে হবে। তাদের চাহিদার সঙ্গে সঠিক তালমিল রয়েছে কোন পণ্য বা পরিষেবাটির আর কোনটিই বা ঝোঁকের মাথায় কিনতে চলেছেন, সেই চয়নের ব্যাপারটিতে দক্ষতা থাকা দরকার তাদের। পাশাপাশি, ভোগের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ও সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই ভোগের কী মূল্য তাদের চোকাতে হতে পারে তা বিবেচনায় রাখা। বাণিজ্যমহলকে উন্নততর উপভোক্তা শিক্ষার বিষয়টিকে বিপদ হিসেবে না দেখে, বাণিজ্যিক মুনাফার উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। উপভোক্তার পছন্দ যত সেরা মানের হবে, তাদের সেই উচ্চাশার দৌলতেই কোম্পানিগুলির মধ্যে নিজেদের পণ্য ও পরিষেবার গুণগতমান বাড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতার জমি তৈরির সূত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এদেশে ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির রূপায়ণকে যে এক সার্থক প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যেতে পারে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও ক্রেতা কল্যাণের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার নিরিখে ঘাটতি রয়েই গেছে। এজন্য দায়ি নানাবিধ কার্যকরণ। রয়েছে গুণমানঘটিত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে খামতি। বহু পণ্যের তথা পরিষেবার ক্ষেত্রেই নিয়ামকের খামতিও রয়েছে, যার দরুন স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও বহু পণ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মানকের অভাব রয়েছে।

বহু ব্যবসার মধ্যেই চোখে পড়ে সাধারণভাবে মানকের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। গুণগতমান, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা এবং মুনাফালাভের ক্ষেত্রে মানকের প্রভাব কতটা সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাবেই তাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনীহা থাকে। প্রাথমিকভাবে গুণমান সমৃদ্ধ পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা উপভোক্তাদের মধ্যে কম, আর তার জন্য দায়ি তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, দেশে গুণগত মানের সংস্কৃতি অনুপস্থিত। যদি ভারতীয় উৎপাদকেরা ভারতীয় পণ্যের গুণগত মান ও ঐতিহ্যগত দিকগুলি আন্তর্জাতিক মানকের স্তরে নিয়ে যাওয়ার নৈপুণ্য দেখাতে পারে, তাহলেই দেশের ক্রেতাদের মধ্যেও ঝোঁকটা তৈরি হবে। **ক্রমশ**

ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নই সরকারের অগ্রাধিকার

অরুণ কে. পাণ্ডা
শেষ পর্ব

MSME থেকে যে ২০ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা সংগৃহীত হবে তার মধ্যে ৪ শতাংশ তপশিলি জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মালিকানাধীন সংস্থাগুলি থেকে কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। MSME ক্ষেত্রের সামাজিক সমীক্ষা করে দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্যোগপতিদের নির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের মধ্যে উদ্যোগস্থাপনের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে গত বছরের ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তপশিলি জাতি-উপজাতি হাব (NSSH) চালু করেন।

এবাবদ চার বছরের জন্য (২০১৬-২০২০ সাল) ৪৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই হাব গঠনের উদ্দেশ্য হল তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে পেশাদারী সহযোগিতা জোগানো। বর্তমানে তা ভারত সরকারের MSME মন্ত্রকের অধীনস্ত জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের মালিকানাধীন নবগঠিত তথা পুরোনো সংস্থাগুলিকেও কারখানা ও মেশিনপত্র কেনার সুযোগ করে দিতে এই হাবের আওতায় ঋণের ক্ষেত্রে মূলধনী ভরতুকি প্রদানের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর দৌলতে আগাম মূলধনী ভরতুকি মেলে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত।

মানব মূলধন

নতুন প্রতিভাকে আকর্ষণ করা এবং তাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখা MSME-গুলির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বিশেষ। দেশের জনসংখ্যা ১২৫ কোটি ছাড়িয়ে গেলেও সুদক্ষ মানবসম্পদের নাগাল পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শ্রমশক্তিকে দক্ষতর করে তোলার চাবিকাঠি রয়েছে MSME ক্ষেত্রের হাতে। বিশেষত আমাদের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশেরই বয়স যেহেতু ৩৫ বছরের নিচে, সেহেতু এব্যাপারে MSME-র ভূমিকা আরও বেশি। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর যেভাবে বাড়ছে তাতে এই শ্রমশক্তিকে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে তাদের দক্ষতার মানোন্নয়ন ঘটাতে প্রশিক্ষণদান এবং EDP বা উদ্যোগ বিকাশ কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এজন্য MSME মন্ত্রকের তরফে বিকাশ আয়ুক্তের দপ্তরের (Office of Development Commissioner) মাধ্যমে বিবিধ ক্ষেত্র ও ব্যবসা সম্পর্কিত বিভিন্ন EDP ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো হচ্ছে।

উপসংহার

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বৃহত্তম লক্ষ্যপূরণকে পাখির চোখ করে এবং সেকাজে এই ক্ষেত্রের অমিত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে সরকার চলতি নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে আরও সংহত রূপদান করছে এবং অসংখ্য নতুন প্রয়াস হাতে নেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, উদ্যোগ আধার নথি বা Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) -এর কথা উল্লেখ করা যায়। ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং MSME ক্ষেত্রে সংগঠিত সংস্থার পরিসর আরও বাড়ানোর অঙ্গ হিসাবে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে UAM বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। চলতি সাবেক ব্যবস্থায় (Enterpreneurship Memorandum Part I & Part II অনুযায়ী) যেসব জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা ছিল, তার অবসান ঘটিয়ে নতুন ব্যবসার এক পৃষ্ঠার সহজ ফর্ম ভর্তি করে নথিভুক্তিকরণের নয়া পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যুগান্তকারী এই প্রয়াসের সূত্রে, ভারতীয় MSME ক্ষেত্রে ব্যবসার নথিভুক্তিকরণ এখন জলবৎ সরল। চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ ৩৫ লক্ষেরও বেশি সংস্থা UAM-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি, 'এক দেশ -এক কর ব্যবস্থা' নীতির আওতায় চালু করা পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি-ও দেশের MSME গুলির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সহায়ক হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের MSME ক্ষেত্রের যে প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভিন্ন নীতি ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থার প্রয়োগ ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। কর্মসংস্থান এবং সম্পদ সৃষ্টিতে MSME ক্ষেত্রের সম্ভাবনা অপার। এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং উচ্চ বিকাশ হার অর্জনের অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রাজ্য সরকার, বণিক সংগঠন, প্রযুক্তি সরবরাহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। জনবিন্যাসগত যে সুবিধা ভারতের আছে, তার ফসল ঘরে তোলার চাবিকাঠি কিন্তু MSME ক্ষেত্রেরই হাতে—একথা ভুললে চলবে না।

সম্পাদক সমীপেষু

তন্ত্রসাধনা জগতের হিতার্থে ও লোককল্যাণে

তন্ত্র-(ত্রি, তন ত্র)। তন-বিস্তার করা। শিব ও শক্তির উপাসনা বিধায়ক শাস্ত্রবিধি। ঋষি শাস্ত্র নয়। তন্ত্র হচ্ছে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দর্শনশাস্ত্র (দ্রষ্টব্য কুলার্ণব তন্ত্র-২/৯০)। তন্ত্র মতে মানুষ পশু। তন্ত্র হল প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স। নিঃস্বার্থভাবে লোককল্যাণে শক্তি প্রয়োগ করলে তন্ত্রার্জিত শক্তি কখনও নষ্ট হয় না। তনুর ত্রাণার্থে যা করা প্রয়োজন, তা করার নামই তন্ত্র। চৌষট্টিটি তন্ত্র শুদ্ধাচার কিন্তু বাকি সব তন্ত্রগুলি পাশ্বাচার। যিনি তনুর ত্রাণ করেন তিনিই তান্ত্রিক। অর্থাৎ পার্থিব বন্ধন মুক্তিরকামী মাত্রই তান্ত্রিক। গর্ভধানাদি দশবিধ সংস্কার শৌচাশৌচ বিচারে, দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি, সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম, লৌকিক আবশ্যকীয় বিষয়, সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ জীবনযাপন থেকে শুরু করে পারত্রিক মুমুক্ষু ব্যক্তির ব্রহ্ম সাধন পর্যন্ত সমস্ত নিয়মকানুন বিধি যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তার নামই তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটিতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য বিস্তৃত ক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্তির সহজ উপায় নির্ধারিত হয়েছে, অপরটিতে বার্ণিত হয়েছে জাগতিক অভ্যুদয় ঐহিক সুখভোগ, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের উপায়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে এই সময় তন্ত্রসাধনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে সময় দেখে করা হত। কেন না তন্ত্রসাধনা তনুমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেবীর আধারে-ধ্যানে নিজেকে জানা-চেনা। জরা- ব্যাধি- বার্ধক্য- মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ, মৃত্যুঞ্জয়ী, ভয়জয়ী হয়ে অমরত্ব লাভ করা। তবে এই তন্ত্রসাধনার প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পাল পরবর্তী বল্লাল সেনের রাজত্বের সময়। তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল কালীঘাট ছিল। তন্ত্রসাধনা সবটাই গোপন গুরুমুখীবিদ্যা। সিদ্ধতান্ত্রিক কৌল গুরু হচ্ছেন সদ্‌গুরু। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। তন্ত্র সাধনা তিন প্রকার ঃ- (১) শুদ্ধাচার, (২) পশ্বাচার, (৩) বীরাচার। তন্ত্রসাধন (বীরাচার) খুব নির্ভীক হতে হয়। শবের বুকের উপর বসে সাধন করতে হয়। এই শব 'হাঁ' করে ভয় দেখিয়ে সাধন ভঙ্গের চেষ্টা করে। সেই জন্য তার মুখে ছোলাভাজা, চালভাজা, দিতে হয়। যাতে তার মুখ বন্ধ হয়। নচেৎ সব সাধন ভজনই নষ্ট হবে। শবসাধনের শেষে গুরু শিষ্যকে ইষ্ট দর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে যান। শিষ্য দেখে গুরু ও ইষ্ট একাকার। সদ্‌গুরু কেবল সৎশিষ্যকে এই গোপন সাধন শেখান। এটা শিবের অনুশাসন। মহানির্বাণ তন্ত্রে সাধককে ব্রহ্মভাব অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আমিই ব্রহ্ম অর্থাৎ 'সোহহং' আমিই ঈশ্বর এই অদ্বৈতভাব লাভ হয়। এই অদ্বৈতভাবই তন্ত্র সাধনার মূল কথা। —মহানির্বাণ তন্ত্র। এইটি শিব বাক্য। মহাত্মা বামাক্ষ্যাপা এই ভাবের বীরাচারী সাধক। রমণী তাঁর কাছে জননী। শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই মাতৃভাবের সাধনা। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্তানরূপে আরাধনা করা। এটি খুব সহজ কাজ নয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত গবেষক সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন একটি সত্যঘাটনারর কথা বলেছেন—তাঁর এক আত্মীয় ডাকসাইটে দারোগা 'শব সাধনা' করতেন। একরাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্মশানে গেলেন। উপযুক্ত শব প্রস্তুত। তিনি শবের ওপর বসলেন। শবাশ্রিত প্রেত তাঁর মুণ্ডটি মুচড়ে দিয়ে গেল। ঘাড় ভাঙা অবস্থায় একদিন পড়ে থেকে মারা গেলেন। দুচোখে বিভীষিকা দর্শনের আতঙ্ক। তন্ত্রসাধনা চলে জগতের হিতার্থে ও লোককল্যাণে। কলিতে বামাক্ষ্যাপার মতন সিদ্ধ কৌলগুরু হলে, তবে তন্ত্রের ক্রিয়া সফল হয়। কারণ তন্ত্রের সবটাই গোপন ও রহস্যাবৃত। সিদ্ধগুরুর উপদেশ মত চলতে হয়। নচেৎ পতন হয়। এসব সিদ্ধ কৌলগুরু ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

'শান্ত ও বিনয়ী জীবনযাপনে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। শুধু সাফল্যের পিছনে ছুটলে অস্থিরতা বাড়ে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'— আইনস্টাইন।

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ
হাওড়া-৩০৩

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়